ADVERTISEMENT

Sandeshkali Maa Saroda Women &Rural Welfare Society

Erosion of Vidyadhari riverbank threatens to devour Sunderbans mangrove saplings

River water has been gradually eating up plantation that is aimed to protect and strengthen riverbank so as to reduce impact of cyclones and storm surges

Subhasish Chaudhuri | Calcutta | Published 03.06.23, 04:34 AM

An official of the irrigation department examines the damaged bank of the Vidyadhari at Hingalganj in North 24-Parganas.
Pashupati Das

ADVERTISEMENT

Around three lakh mangrove saplings planted along the banks of the Vidyadhari river in Hingalganj, a stretch of the Sunderbans delta, are set to be lost forever owing to the imminent erosion of the riverbank.

A large crack has developed along the river bank at Petnipara in Sandeshkhali I block of North 24-Parganas district. The river water has been gradually eating up the plantation that was aimed to protect and strengthen the riverbank so as to reduce the impact of cyclones and storm surges.

ADVERTISEMENT

Sandeshkhali Maa Sarada Women and Rural Welfare Society, a social organisation that planted the saplings, has accused the irrigation department of inaction in protecting the riverbank and the mangrove plantation.

ADVERTISEMENT

After two back-to-back cyclones that hit the stretch of the Sunderbans delta in Hingalganj, the organisation took up the mangrove plantation drive to prevent erosion and stem the impact of high tidal waves during a squall. But even before the plants could grow up, the river is set to gobble up the saplings.

“The area is prone to erosion and we expected the irrigation department to take up the protective initiative. But with silt deposition increasing on the river bed, the pressure of water towards the bank has become so strong that a major crack has developed on a one-kilometre stretch of the riverbank. Now, it is barely a matter of few days that the cracked zone would be lost in the river forever unless protected immediately,” Subhasish Mondal, the secretary of the Sandeshkhali Maa Sarada Women and Rural Welfare Society, told The Telegraph.

“Officials of the irrigation department visited the threatened stretch, but gave no assurance that any immediate protective work would be taken up,” Mondal added.

In 2020, Cyclone Amphan caused heavy damage to the mangroves in the Sunderbans. The Bengal government took up a mega mangrove plantation drive after that. Around six lakh saplings of various species of mangrove trees were planted under the 100-day job scheme.

Several social organisations also joined the endeavour and planted mangrove saplings along vulnerable stretches of the delta spanning in North 24-Parganas and South 24-Parganas districts. But the plantations in the erosion-prone zones have suffered huge losses.

A senior official of the irrigation department said: “We can do very little. Funds crisis often forbids us from taking up work fast. While mangrove plantations in the erosion-prone zones are not surviving, we understand that in the areas with erosion, restoration of mangroves through organised plantation requires more active intervention like maintaining the sediment balance in the river and hydrology. But all these are not within our control.”

On May 29, a team of irrigation department officials led by subdivisional engineer Goutam Pal visited the cracked stretch at Petnipara of Hingalganj. They examined the stretch for looking at the feasibility of taking up the protective work.

Speaking to The Telegraph, Pal said: “I have submitted a report to my superior authority. The protective work for the long stretch of the damaged riverbank has bigger financial involvement, which only the higher authorities can decide”.

ADVERTISEMENT

Chinese are firmly lodged in Aksai Chin, pose strategic threat to India: Chatham...

Connected PLA bases can now be seen leading up from the site of the 2020 clash, says the UK-based think-tank

CBI takes over investigation into Balasore train accident, files FIR

Odisha train accident: Family hopes DNA test will help claim for body

‘Want to be with the people...’

Prince Harry gives evidence in London high court in lawsuit against tabloid publisher

UBS expects agreement on Credit Suisse loss guarantee by June 7

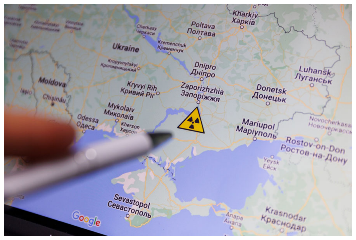

Russia says no threat 'for now' to Ukraine's Zaporizhzhia nuclear plant after dam breach

Twitter's new Chief Executive Officer Linda Yaccarino logs first day

READ MORE

News
Opinion
States
Nation
World
Entertainment
Business
Sports
Science & Tech
Health

More
Gallery
Video
Horse Racing
Culture

My Kolkata
News
Places
People
Lifestyle
Events
Food
Try This

Edugraph
News
Career
Campus
18 Under 18

Company
About
Contact Us
Terms of Use
Privacy Policy

Download the latest Telegraph app

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Follow us on

Websites আনন্দবাজার অনলাইন

Copyright © 2023 The Telegraph. All rights reserved.

র

কর
পৃথক
বকের।
প্রতিবার
কাণ পার্ক
সড়কে
ক্বায় মৃত্যু
নাম সুনীত
চৌধুরী
হরের

২৪ পরগনা

আনন্দবাজার পত্রিকা

শনিবার ৩ জুন ২০২৩

বহু মানুষের সাহায্যের ভরসায় জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছেন বিদিশারা

প্রতি বছরই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পরে দেখা যায়, বেশ কিছু ছেলেমেয়ে বহু প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে লড়াই করে ভাল ফল করেছে। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তাদের অনেকের পড়া বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়। তবে বহু ক্ষেত্রেই এগিয়ে আসেন সমাজের নানা স্তরের মানুষ। তাঁদের বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্যের হাত ধরে তরতর করে এগোয় এই সব মেধাবী পড়ুয়াদের ক্যারিয়ার। এমনই কিছু ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ নিল আনন্দবাজার

নবেন্দু ঘোষ

হাসনাবাদ

বছর দু'য়েক আগে ৯৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছিলেন বিদিশা বর। স্বপ্ন ছিল চিকিৎসক হবেন। কিন্তু তাঁদের পারিবারিক অবস্থা তাঁর সেই স্বপ্ন থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। হিঙ্গলগঞ্জের রূপমারি পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বিদিশার বাবা মদন কলকাতায় রিকশা চালান। লকডাউনের সময়ে বাড়িতে বসে ছিলেন। আমপান ও ইয়াসের জোড়া ফলায় তাঁদের বাড়ি ডাঁসা নদীর জলে ডুবে গিয়েছিল। বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল বিদিশা ও তাঁর পরিবারকে। হাজারো প্রতিকূলতা টপকে পরীক্ষায় তাঁর সাফল্যের কাহিনি সে বছর প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপত্রে।

বিদিশার সাফল্যের কথা জেনে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন অনেক মানুষ। হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শেখ কামালউদ্দিন আর্থিক ভাবে সাহায্য করেন। সন্দেশখালির একটি বেসরকারি সংগঠনের কর্তা শুভাশিস মণ্ডল বিভিন্ন খরচ জোগান দিতে শুরু করেন। স্মার্টফোন-সহ বিভিন্ন বইপত্র কেনা হয় আরও মানুষের সাহায্যে। সোনারপুরের বাসিন্দা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার উদয়শঙ্কর মাইতি বিদিশাকে প্রতি মাসে আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করেন। সকলের সাহায্যে স্বরূপনগরে দিদির বাড়িতে থেকে এলাকার স্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন বিদিশা। এ বছর তিনি উচ্চ মাধ্যমিকে পেয়েছেন ৮২ শতাংশ নম্বর।

বিদিশা বর।

মালতী পাত্র।

রুমানা খাতুন।

বিদিশা এ বছর ন্যাশনাল নিটে দিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষা মনের মতো হয়নি। আগামী বছর আরও ভাল প্রস্তুতি নিয়ে ফের নিটে বসবেন বলে জানালেন। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ পেতে চান। বিদিশা জানান, তাঁর পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বই, কোচিং ক্লাস ও ইন্টারনেটের খরচের সাহায্য করছেন শুভাশিসবাবু। সেই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন অধ্যাপকও সম্প্রতি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। বিদিশার মা প্রতিভা বলেন, "সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের পরে যে সাহায্য এসেছে, তাতেই মেয়ে এখনও পড়াশোনা করতে পারছে। আমরা পারতাম না ওকে পড়াতে। সকলে এ ভাবে পাশে থাকলে আশা করি ওর স্বপ্ন সফল হবে।" শুভাশিস বলেন, "আমরা সংগঠনের তরফে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদাধিকারীদের থেকে সাহায্য এনে বিদিশাকে দিচ্ছি। ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে ওঁর কোনও অসুবিধা হবে না।"

শুভাশিস মণ্ডলের সাহায্যে ন্যাজাট থানার নিত্যবেড়িয়ার আর এক ছাত্রী মালতী পাত্রও বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন। গ্রাম ছেড়ে বসিরহাটে থেকে পড়াশোনা করেছেন তিনি। মালতী এ বার উচ্চ মাধ্যমিকে ৬৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার র‍্যাঙ্ক আশানুরূপ হয়নি। আগামী বছর জয়েন্ট ও নিটে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। মালতী বলেন, "শুভাশিসবাবুর সাহায্যে বিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনা করেছি। ওঁরা আগামী দিনেও পাশে থাকবেন বলেছেন।"

হিঙ্গলগঞ্জের বাঁকড়া গ্রামের বাসিন্দা রুমানা খাতুন অর্থনৈতিক ও পারিবারিক নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে মাধ্যমিকে ৬৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। তাঁর মা রেহানা বিবি বাপের বাড়িতে থেকে বিড়ি বেঁধে দুই ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা করিয়েছেন। সংসারে মাকে সাহায্য করতে রুমানা নিজের পড়ার পাশাপাশি ছোটদের পড়াতেন। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৮৭ শতাংশ নম্বর পান তিনি। কিন্তু মেয়েকে আর পড়ানোর ক্ষমতা ছিল না রেহানার। সেই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরে বিভিন্ন মানুষের সাহায্য পান রুমানা। এখন তিনি হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন। সম্প্রতি প্রথম সিমেস্টারের ফলাফলের নিরিখে ৮২ শতাংশ নম্বর পেয়ে ক্লাসে প্রথম হয়েছেন। ব্যারাকপুরের বরাহনগর বিদ্যামন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সূর্যতপা চট্টোপাধ্যায় প্রতি মাসে রুমানার যাবতীয় খরচ বহন করছেন। হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও শাশ্বতপ্রকাশ লাহিড়ী কম খরচে রুমানাকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কল্যাণীর এক শিক্ষিকা ল্যাপটপ কিনে দিয়েছেন তাঁকে। রুমানা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত হতে চান।

রেহানা বলেন, "সকলে সাহায্য করছেন বলে মেয়ে পড়তে পারছে। না হলে হয় তো পড়া বন্ধই হয়ে যেত। আশা করি, সকলের সাহায্যে মেয়ে একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। সংসারের হাল ফিরবে।" সূর্যতপা বলেন, "রুমানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমি ওর পাশে আছি।"

প্রশাসনকে বলেছি, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতে।"

সিপিএমের

নিজস্ব সংবাদদাতা

বনগাঁ

পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামে গ্রামে জনসংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছে সিপিএম। দলের সংগঠন সারা ভারত খেত মজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে ব্লকে ব্লকে বৃহস্পতিবার রাত্রি জাগরণ কর্মসূচি পালন করা হল। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পঙ্কজ ঘোষ বলেন, "গ্রামের গরিব মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।"

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ২২টি ব্লকের মধ্যে ১৬টিতে বৃহস্পতিবার কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "একশো দিনের কাজের বকেয়া মজুরি, একশো দিনের

মাননীয় বিচারপ
৫ কাউন্সিল

এমপিএস/ ভিবি
ইন্ডিয়া/ওয়ারিস/টাওয়
সম্পত্তি বিক্রির জন্য

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ
(০১ জুন, ২০২৩ তারিখের সংবা
হাইকোর্ট, কলকাতার পক্ষে
ইন্ডিয়া/ওয়ারিস/টাওয়ার ইনফো
জানিয়েছে।

নোটিস সম্পর্কে নিম্নলিখিত উল্লে
ক) পইলান গ্রুপ P1, P2 এবং P
অসাবধানতাবশত বি টি রোড হিস
সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির
আগ্রহী ব্যক্তিদের বিস্তারিত জানা
এ 'Enforcement' ট্যাবে 'Auction N

স্থান : কলকাতা
তারিখ : জুন ০২, ২০২৩

এক নজরে

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার নালিশ

ডায়মন্ড হারবার: ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে কোপানোর অভিযোগে স্বামীকে আটক করল পুলিশ। জখম মহিলাকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে, ডায়মন্ড হারবারের ১৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করত স্বামী। তা নিয়ে অশান্তি ছিল। প্রতিবেশীরা আগে ঝামেলা মিটিয়ে দেন। পেশায় অটো চালক ওই যুবক শ্বশুরবাড়িতেই থাকে। এদিন সকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ফের তর্কাতর্কি বাধে। অভিযোগ, আচমকা অস্ত্র নিয়ে স্ত্রীর শরীরে এলোপাথাড়ি কোপ মারে যুবক। তারপরে চম্পট দেয়। প্রতিবেশীরা এসে রক্তাক্ত মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ হয়নি। তবে স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জানলা ভেঙে ঢুকে স্কুলের খাবার চুরি

বসিরহাট: স্কুলের জানলা ভেঙে ক্লাসে ঢুকে মিড ডে মিলের খাবার নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার উত্তর কালিয়ানি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে। প্রধান শিক্ষিকা বেবি পালিত বলেন, "শনিবার বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ এসে দেখি, দক্ষিণ দিকের একটি শ্রেণিকক্ষের জানলার গ্রিল ভাঙা। ঘরে রাখা স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে আছে। ঘরে শিশুদের জন্য ১৫ দিনের মিড ডে মিলের খাবার ছিল। তা লুট করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।" অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি দেগঙ্গায় চুরির ঘটনা বেড়েছে। প্রায়ই রাতে কারও বাড়ি, মন্দির, দোকান, স্কুলে লুটপাট চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ কাউকে ধরতে পারছে না। এলাকার মানুষ চিন্তিত। তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ বার হোয়াটসঅ্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও। 8017751234 এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না।

কলকাতায় পুলিশের হাতে দলীয় সমর্থকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার হাবড়ায় মিছিল করল এসইউসি

সৃজন: সন্দেশখালি ১ ব্লকের শেয়ারা রাধানগর পঞ্চায়েতের পাশে ডাঁসা নদীর চরে প্রায় ৯ হাজার ম্যানগ্রোভের চারা লাগানো হল সন্দেশখালির একটি সংগঠনের তরফে। শনিবার সংগঠনের তরফে শুভাশিস মণ্ডল জানান, গ্রামের এই অংশে ম্যানগ্রোভ নেই। তাই বৃক্ষরোপণ করা দরকার ছিল। গাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। —*নবেন্দু ঘোষ*

ইদেই বাড়ি ফেরার কথা ছিল মহিউদ্দিনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

বসিরহাট

দিন তিনেক আগে শেষবার ফোন করেছিলেন স্ত্রীকে। জানিয়েছিলেন, ইদের ছুটি পেয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন। তবে অদৃষ্টে ছিল অন্য কিছু।

মাটিয়ার ঘোড়ারাস গ্রামের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা, বাহিনীর জওয়ান শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ (৩২) মণিপুরের সেনা ব্যারাকে পাহাড়ের ধসে মারা গিয়েছেন।

ন'বছর আগে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন মহিউদ্দিন। মণিপুরের টুপুলে ১০৭ ইউনিট গোর্খা রাইফেল্‌সে কর্মরত ছিলেন। সেখানেই গত বুধবার পাহাড়ি ধসে চাপা পড়েন মহিউদ্দিন-সহ সেনা ব্যারাকের ৫২ জন। দুর্ঘটনার খবর এলেও মহিউদ্দিনের দেহ না মেলায় খানিকটা আশায় ছিলেন পরিবারের সদস্যেরা। তবে শনিবার সকালে প্রশাসন থেকে মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছেছে বাড়িতে। রবিবারই সম্ভবত ফিরবে দেহ।

মহিউদ্দিন ধসে আটকে পড়েছেন শুনে গত তিন দিন ধরেই গ্রামের মানুষ ভিড় করছেন বাড়িতে। এ দিন মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে। প্রতিবেশীরা জানালেন, হাসিখুশি মানুষ ছিলেন মহিউদ্দিন। তাঁর বাবা-মা নেই। স্ত্রী ও বছর দেড়েকের ছেলে বাড়িতে।

এ দিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ছেলেকে কোলে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মহিউদ্দিনের স্ত্রী রিমানা আসমিন। জানালেন, এগারো মাস বাড়ি ফেরেননি মহিউদ্দিন। তবে রোজ রাতে ফোনে কথা হত। দুর্ঘটনার আগের রাতেও ফোন করেছিলেন। ইদের ছুটি পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন।

মহিউদ্দিনেরা তিন ভাই। ছোট ভাই শেখ মিরাজউদ্দিন আহমেদও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। কয়েকদিন হল তিনি ইদের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। মিরাজউদ্দিন বলেন, "দুর্ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যায় শেষবারের মতো কথা হয়েছিল। ইদের ছুটিতে সকলে মিলে বাড়িতে আনন্দ করার কথা ছিল। কিন্তু সব কেমন বদলে গেল!"

নতুন ঘরে ওঠা হল না সন্তুর

নিজস্ব সংবাদদাতা

গোপালনগর

নতুন বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। কথা ছিল, অগস্ট মাসে ফিরে সেখানেই উঠবেন। তার আগেই অবশ্য মণিপুরে ধস নেমে মৃত্যু হল গোপালনগরের বারাকপুরের বাসিন্দা সন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শুক্রবার রাতে সেনার পক্ষ থেকে পরিবারের কাছে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছয়। কান্নার রোল পড়ে যায়। শোকস্তব্ধ পাড়া-পড়শিরাও।

শোকার্ত: সন্তুর স্ত্রী। *নিজস্ব চিত্র*

পরিবার সূত্রের খবর, বছর সাইত্রিশের সন্তু ২০০৪ সালে সেনায় যোগদান করেন। ১১ গোর্খা রেজিমেন্টের ১০৭ টেরিটোরিয়াল আর্মির সদস্য ছিলেন। টুপুল এলাকায় কর্মরত ছিলেন। গত ফেব্রুয়ারিতে শেষবার বাড়ি এসেছিলেন। কয়েকদিন থেকে এপ্রিলের ১১ তারিখ ফিরে যান।

বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হয়েছিল সন্তুর। স্বামীর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী জয়া। বললেন, "অগস্ট মাসে স্বামীর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। বাড়ি করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ। দরজা-জানলা লাগানো বাকি। এ বার ফিরে সেই বাড়িতে ওঠার কথা ছিল। সব শেষ হয়ে গেল!"

ভেঙে পড়েছেন সন্তুর বাবা গোপালও। তিনি বলেন, "রোজ চারবার করে ছেলে ফোন করত। খেয়েছি কি না, ওষুধ খাচ্ছি কি না— জানতে চাইত। অসুস্থ থাকলেও বলতাম, আমি সুস্থ আছি, তুই সাবধানে থাকিস। এখন কে আর আমার খোঁজ নেবে।" বাবার আক্ষেপ, "নতুন বাড়িতে আর থাকা হল না ছেলেটার!"

স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, ছুটিতে বাড়ি ফিরলে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেন সন্তু। অন্যের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াতেন।

দুই বালককে মারধর করে বেঁধে রাখার অভিযোগ, গ্রেফতার মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা

গাইঘাটা

রড চুরির অপবাদ দিয়ে দুই বালকের কোমরে শিকল দিয়ে বেঁধে কয়েক ঘণ্টা রোদে দাঁড় করিয়ে রাখল এক মহিলা। শনিবার সকালে গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়া এলাকার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মৌসুমি দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁদপাড়া এলাকার বাসিন্দা মৌসুমি এ দিন সকালে বছর দশেকের ওই দুই বালককে রাস্তা থেকে ধরে বাড়ি নিয়ে আসে। অভিযোগ, তাদের কোমরে শিকল পরিয়ে তালা দিয়ে গ্রিলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। কড়া রোদে ঘণ্টা পাঁচেক ওই অবস্থায় থাকতে থাকতে ছেলে দু'টি অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সকাল ১১টা নাগাদ বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে পড়ে। একটি ক্লাবের সদস্যেরা হস্তক্ষেপ করেন। গ্রামবাসীরাও প্রতিবাদ জানান। খবর দেওয়া হয় গাইঘাটা থানায়। পুলিশ এসে দুই বালককে উদ্ধার করে। মৌসুমির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন ছেলে দু'টির দাদু। পুলিশ গ্রেফতার করে মহিলাকে।

ধৃত: মৌসুমি দাস। *নিজস্ব চিত্র*

স্থানীয় বাসিন্দা তথা আইনজীবী অর্পিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "অমানবিক আচরণ। খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, রোদের মধ্যে দুই বালককে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তারা কোনও অন্যায় করে থাকলে পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া যেত।" স্থানীয় এক মহিলা বলেন, "দুই বালকের পক্ষে ভারী ভারী রড চুরি করা সম্ভব নয়। মৌসুমিও তো মা। সন্তান আছে। কী ভাবে এমন অত্যাচার সে করতে পারল! ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।"

মৌসুমি বলে, "ছেলে দু'টো বাড়ির লিফটের রড চুরি করেছিল। পুলিশকে জানাইনি, কারণ ওদের ভুল শোধরানোর সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম।"

মৌসুমির এই যুক্তি মানতে নারাজ স্থানীয় মানুষ। একজন মহিলা হয়ে এ কাজ সে ঘটাল কী করে, তা নিয়ে নিন্দার ঝড় বইছে এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্কুলে ভাঙচুর চালিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি

নিজস্ব সংবাদদাতা

বসিরহাট

কয়েক মাস ধরে একের পর এক ক্লাসঘরে ভাঙচুর করছিল পড়ুয়াদের একাংশ। হাড়োয়া পিজি হাইস্কুলে শিক্ষক-পড়ুয়ারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এই ঘটনায়। তবে কাউকে চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। স্কুলের বেশ কয়েকটি ঘরে গোটা পঞ্চাশ পাখা বেঁকিয়ে দেওয়া হয়। সিসি ক্যামেরা টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙচুর করা হয়। পানীয় জলের কল, এমনকী লোহার দরজা-জানলা, শৌচালয় পর্যন্ত ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে গত কয়েক মাসে।

তাণ্ডব: এই অবস্থা পাখার

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৌমিক রায় মজুমদার জানান, গত ছ'মাস ধরে চলছিল এই ঘটনা। সম্প্রতি নবম-দ্বাদশ শ্রেণির কিছু পড়ুয়া ভাঙচুরের সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে। তাতেই ছাত্রদের চিহ্নিত করা গিয়েছে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি।

প্রধান শিক্ষক জানান, ওই ছাত্রদের কাউন্সেলিং জরুরি। কেন তারা এমন করছে, তা কথা বলে বোঝা দরকার।

শনিবার প্রধান শিক্ষক, সহশিক্ষক, পরিচালন কমিটি এবং অভিভাবকেরা বৈঠক করেন। কয়েকজন ছাত্রের অভিভাবককে স্কুলে ডেকে পাঠানো হয়েছে। পরিচালন কমিটির সভাপতি শেখ হাফিজ আহমেদ বলেন, "নিজেরা পড়াশোনা করবে না, অন্যেরা যাতে পড়াশোনা করতে না পারে সে জন্য পরিকল্পনা করে ক্লাসে ক্লাসে ভাঙচুর চালাচ্ছে কিছু ছেলে। সেই ছবি হোয়াটসঅ্যাপে ঘুরছে। কয়েকজন পড়ুয়ার অভিভাবককে সতর্ক করা হয়েছে।" দোষী ছাত্রদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। —*নিজস্ব চিত্র*

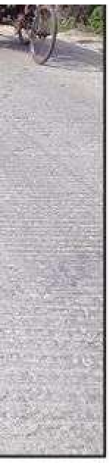

রোপণ: একটি সংগঠনের তরফে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ২ ব্লকের খুলনা পঞ্চায়েতের আদিবাসী পাড়ায় নদীর পাশে প্রায় ১৬ হাজার ম্যানগ্রোভ লাগানো হল মঙ্গলবার। সংগঠনের সম্পাদক শুভাশিস মণ্ডল বলেন, “আগামী দিনে এই চত্বরে দু’লক্ষ ম্যানগ্রোভ লাগানোর পরিকল্পনা আছে।” *নিজস্ব চিত্র*

ওএনজিসি-র দান

হাসনাবাদ: ওএনজিসির তরফে ইয়াস এবং আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত আটটি পরিবারকে ব্যাটারিচালিত ভ্যান দেওয়া হল। তাঁদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিতেই এই উদ্যোগ। দিন কয়েক আগে টাকি রামকৃষ্ণ মিশনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এই উপলক্ষে। শারীরিক প্রতিবন্ধী চারজনকে ট্রাই-সাইকেলও দেওয়া হয় বলে আয়োজকদের পক্ষে জানিয়েছেন শুভাশিস মণ্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ-সহ ওএনজিসির আধিকারিকেরা। *নিজস্ব সংবাদদাতা*

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাসিন্দাদের গৃহদান

হাসনাবাদ: ১৪টি পরিবারকে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর করে দিল ওএনজিসি। শনিবার সংস্থার কয়েক জন আধিকারিক আসেন হাসনাবাদ থানার বিশপুর পঞ্চায়েতের হুলারচক গ্রামে। এখানকার ১৪টি দরিদ্র পরিবারের জন্য ঘর করে দেওয়া হয়েছে সংস্থার উদ্যোগে। এই এলাকার উন্নয়নে তাঁদের আরও কিছু ভাবনাচিন্তা আছে বলে জানিয়েছেন ওএনজিসি কর্তা কে মুরলীধরণ। ওএনজিসিকে এই কাজে সাহায্য করেছে সন্দেশখালির একটি সংগঠন। সংগঠনের তরফে শুভাশিস মণ্ডল বলেন, "আমরা অসহায় মানুষদের খুঁজে দিয়েছিলাম, ওএনজিসি আর্থিক সাহায্য করল।"

— *নিজস্ব সংবাদদাতা*

ন্সের ঝাঁকুনিতে স্যালাইনের সুচ

যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রোগীও কষ্ট পান। প্রসূতিদের নিয়ে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনার ঘটার আশঙ্কা থেকে যায়।"

ওই রুটের গাড়ি চালক কালাম মোল্লা, রুইদাস মণ্ডলেরা জানালেন, এমনিতেই বেহাল রাস্তা, তার উপরে টানা বৃষ্টিতে জল জমে গিয়ে গর্তগুলি ঠিকমতো দেখতে পাওয়া যায় না। সারা রাস্তায় হেলেদুলে গাড়ি চলাচল করে। জোরে গাড়ি চালাতে গেলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। ধীরে গাড়ি চালাতে হয় বলে সময় বেশি লাগে। রাস্তায় আলো নেই। সন্ধ্যার পরে ঝুঁকি আরও বাড়ে।

রায়দিঘির বাসিন্দা দেবাশিস হালদার বলেন, "এমনিতেই প্রত্যন্ত এলাকা। রোগের বাড়াবাড়ি হলেই রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে সোজা ডায়মন্ড হারবারে জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। ফলে রোগী নিয়ে ওই বেহাল রাস্তায় যেতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। এক সময়ে কলকাতা বা ডায়মন্ড হারবার থেকে নামী চিকিৎসকেরা রায়দিঘিতে চেম্বারে বসতেন। কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকার কারণে তাঁরা কেউ আর আসছেন না। আমাদের এখন চিকিৎসা করাতে ডায়মন্ড হারবারে ছুটতে হচ্ছে।"

রায়দিঘির বিধায়ক অলোক জলদাতা সমস্যার কথা মেনে নিয়ে বলেন, "রায়দিঘি থেকে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রাস্তা সারানোর জন্য ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুর থেকে খাঁড়াপাড়া পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে টাকা শেষ হয়ে যায়। তবে ওই টাকায় খাঁড়াপাড়া থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত ৯ কিলোমিটার রাস্তা তাপ্পি দিয়ে সারানো হয়েছিল। কিন্তু এত বৃষ্টিতে রাস্তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি পূর্ত দফতরের কাছে জানিয়েছিলাম। বাস্তুকার এসে দেখেও গিয়েছেন। বিভাগীয় মন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে।" অর্থ বরাদ্দ হলেই রাস্তা সারানোর কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ হাসনাবাদে

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাসনাবাদ

গাঁধী জয়ন্তীতে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু করল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। শনিবার হাসনাবাদ থানার খাঁড়লানি বাজারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পড়ুয়ারা তো বটেই, আগ্রহী যে কেউ এখানে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

উদ্যোক্তারা জানান, বর্তমানে এখানে ১২টি কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষক রয়েছেন একজন। মূলত ডিপ্লোমা কোর্স শেখানো হবে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যার খরচ প্রায় ৬ হাজার টাকা।

ইতিমধ্যে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করেছেন প্রায় ২০০ জন। শনিবার উদ্বোধনের দিনই বিশপুর ও রূপমারি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় ১০০ জন পড়ুয়া নাম নথিভুক্ত করায়। আপাতত ৪০ জনকে নিয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে। এক পড়ুয়া বলে, "আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। টাকা দিয়ে কম্পিউটার শেখা সম্ভব হচ্ছিল না। এখানে বিনামূল্যে শেখানো হচ্ছে জেনে এসেছি।"

আয়োজক সংগঠনের তরফে শুভাশিস মণ্ডল বলেন, "আমরা কলকাতার একটি সংগঠনের আর্থিক সাহায্য নিয়ে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করলাম। এখান থেকে কম্পিউটার শিখে কেউ যদি অনলাইনে কাজ করে উপার্জন করতে চান, তাঁকে আমরা কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করব। আমাদের চাই গ্রামের দরিদ্র যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তুলতে।" তিনি আরও জানান, গ্রামে লোডশেডিংয়ের সমস্যা থাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

■ চলছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। ছবি: নবেন্দু ঘোষ

উদ্ধার কিশোরী

■ **প্রস্তুতি:** প্রতিমা রং করার কাজ চলছে। বারাসতের নবপল্লি এলাকায়। ছবি: সুদীপ ঘোষ

তক্ষক উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা

বসিরহাট

একটি তক্ষক উদ্ধার করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে তারকেশ্বরের বাসিন্দা যুগল ঘোষ নামে এক যুবককে। বিএসএফ এবং বসিরহাট থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে নেমে শনিবার ঘোজাডাঙা সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায়, সম্প্রতি বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে পশু-পাখি পাচারের একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শনিবার রাতে ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার তক্ষক পাচার করা হচ্ছে বলে বিএসএফ

■ উদ্ধার হওয়া তক্ষক। নিজস্ব

এবং বসিরহাট পুলিশের কা... আসে। সেই মতো অভিযান ... হয়। রবিবার তক্ষকটি বসিরহ... দফতরের হাতে তুলে দেওয়া...

দুঃস্থ পড়ুয়াদের নতুন জামা ...

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্যানিং

বারুইপুর জেলা পুলিশের তত্ত্বাবধানে এবং ক্যানিং থানার উদ্যোগে রবিবার বিকেলে থানা থেকে ... শ'খানেক দুঃস্থ পড়ুয়া... নতুন জামা-কাপড় ... আইসি আতিবুর রহমান ... এসডিপিও গোবিন্দ শিক... উপস্থিত ছিলেন।

সুদোকু সরল ৬৪৮

	5			2			8
2			4		8		
	9	8				1	6
	8		2	4	3		7
5				7			
	1		8	5	9		4
	6	4				2	9

RESTORATION DRIVE: Members of Sandeshkhali Maa Sarada Women and Rural Welfare Society, a voluntary social organisation, has planted one lakh mangrove saplings at Sehara-Radhanagar village of Sandeshkhali in the Sunderbans region.

The drive carried out with the support of Linde Praxair, a multinational industrial gas producing company, was launched to develop a green wall of mangrove along thatched dam adjacent to the bank of Dasha river.

The mangrove forest in the region was damaged by Cyclone Amphan in May 2020.

"This is a restoration drive of mangrove. We started planting saplings of plants since March 15. We have planted one lakh saplings to restore the mangrove of Sunderbans delta in the Sandeshkhali area that suffered serious damages due to back to back cyclones in the past two years," said Subhasish Mondal, secretary of the organisation based in North 24-Parganas.

As per the assessment done by the state government, about 28 per cent of the Sunderbans forest, spanned over 9630sqkm, was damaged in Cyclone Amphan.

Saplings planted include Kalo Bain, Peyara Bain, Hargoja, Kewra, Geoan, Garan and Sundari. These are shrubs or small trees that grow in coastal saline or brackish water fast.

Report by Subhasish Chaudhuri; picture by Pashupati Das.

Women plant saplings of mangrove species along the bank of the Raimangal river at Khulna village in Sunderbans on Wednesday.

The week-long plantation drive has been organised by Linde India, a leading supplier of industrial gases with the support of Maa Saroda Women & Rural Welfare Society of Sandeshkhali, a social organisation in North 24 Parganas.

Subhasish Mondal, secretary of the social organisation, said: "We have conceived a plan to plant one lakh saplings of mangrove trees, including Byne, Sundari, Pashur and Kholsi, in the region in the next two months so that the area again turns green and become capable enough to sustain any natural calamities like cyclones and high tide".

Report by Subhasish Chaudhuri, picture by Pashupati Das

ঘূর্ণিঝড়কে আটকে সুন্দরবনকে বাঁচাতে ম্যানগ্রোভের প্রাচীর তৈরি হচ্ছে সন্দেশখালিতে

শ্যাম বিশ্বাস | SatSakal.com

উত্তর ২৪ পরগনা: প্রবল দাবদাহের ফলে নিম্নচাপের জেরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়কে প্রতিহত করতে আগাম প্রস্তুতি সুন্দরবনে।

বেশ কয়েক বছর ধরে একাধিক নিম্নচাপের জেরে তৈরি হওয়া ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে সুন্দরবন। আয়লা, বুলবুল, আম্ফান ও ইয়াশ সহ একাধিক ঝড় থেকে সুন্দরবনের শহর-গ্রাম সহ একাধিক জনজীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ম্যানগ্রোভ। যখন কোন ঝড় আসে সেই ঝড়ের শক্তিকে অনেকটাই প্রতিহত করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ। যার ফলে রক্ষা পায় সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রাম-গঞ্জ এমনকি শহর কলকাতাও। কিন্তু বিগত দু'বছরে আম্ফান, ইয়াশ ও জাওয়াদ ঝড়ে বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ও হাসনাবাদ সহ একাধিক ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় নদী পাড়ের ম্যানগ্রোভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর যার ফলে নদীর পাড়ে একাধিক জায়গায় ভাঙ্গন ক্রমশ প্রবল হয়ে পড়ছিল। আর কিছুদিনের মধ্যে বৈশাখ মাস, গ্রীষ্মকাল। সে ক্ষেত্রে কালবৈশাখী সহ একাধিক ছোটখাটো ঝড়েও রায়মঙ্গল, ডাঁশা, ইছামতি ও বিদ্যাধরী নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙে সুন্দরবনের গ্রামকে গ্রাম প্লাবিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। বিশেষ করে বিগত বছরগুলোতে দেখা গিয়েছে এই সময় থেকেই গরম পড়লে নিম্নচাপের জেরে একাধিক ঘূর্ণিঝড় ক্ষতি করতো সুন্দরবনকে।

তাই সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে প্রকৃতিকে বাঁচাতে ম্যানগ্রোভের প্রাচীর তৈরি করার অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হলো। বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের সন্দেশখালি ১নং ব্লকের সেহেরা-রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঁশা ও বেতনী নদীর পাড়ে এক লক্ষ ম্যানগ্রোভ বসিয়ে ম্যানগ্রোভের প্রাচীর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ম্যানগ্রোভের এই প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে নদী ও বাঁধের ঠিক মাঝখানে। যার ফলে ঝড়ের সময় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ম্যানগ্রোভের শ্বাসমূল গুলি একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকার ফলে প্রাচীর সৃষ্টি করে প্রবল জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁধকে রক্ষা করবে। তার ফলে প্লাবনের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে।

এক গ্রামবাসী জানান, তারা যে ঝড় দেখেছিলেন তার পাশাপাশি প্রবল জলোচ্ছ্বাসে তাদের গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। এই ম্যানগ্রোভ থাকলে হয়তো সেই জলোচ্ছ্বাস অনেকটাই কম হতো। ন্যা জাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক শুভাশিস মন্ডলের উদ্যোগে ও সেহেরা-রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কালী কিংকর দাসের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা থেকে গেঁওয়া, বাণী, ক্যা ওড়া ও হেতালের মতো একাধিক প্রজাতির ম্যানগ্রোভ এনে রোপন করে সন্দেশখালির প্রত্যন্ত গ্রাম গুলিকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

উদ্যোক্তারা বলেন, "সুন্দরবনকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ম্যানগ্রোভই। সুন্দরবন বাঁচলে ভারসাম্য বজায় থাকবে প্রকৃতির, বাঁচবে গ্রাম বাঁচবে শহর কলকাতাও। তাই ম্যানগ্রোভের এই প্রাচীর তৈরি করে আমরা সুন্দরবনকে বাঁচাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি।"

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি রুখতে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ–প্রাচীর

সিরাজুল মিস্ত্রী, সুন্দরবন: বেশ কয়েক বছর ধরে একাধিক নিম্নচাপের জেরে তৈরি হওয়া ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে সুন্দরবন। আয়লা, বুলবুল, আম্ফান ও ইয়াশ সহ একাধিক ঝড় থেকে সুন্দরবনের শহর-গ্রাম সহ একাধিক জনজীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ম্যানগ্রোভ। যখন কোনও ঝড় আসে, ঝড়ের সেই শক্তিকে অনেকটাই প্রতিহত করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ। যার ফলে রক্ষা পায় সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামগুলো এমনকী শহর কলকাতাও।

কিন্তু বিগত দু'বছরে আম্ফান, ইয়াশ ও আওয়াদ ঝড়ে বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ও হাসনাবাদ সহ একাধিক ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর যার ফলে নদীপাড়ের একাধিক জায়গায় ভাঙন ক্রমশ ব্যাপক আকার নিচ্ছিল। আর কিছুদিনের মধ্যে কালবৈশাখী আসছে। রায়মঙ্গল, ডাঁসা, ইছামতী ও বিদ্যাধরী নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙে সুন্দরবনের একের পর এক গ্রাম প্লাবিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে প্রকৃতিকে বাঁচাতে ম্যানগ্রোভের প্রাচীর তৈরি করার অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল।

বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের সন্দেশখালি ১নং ব্লকের সেহেরা-রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঁসা ও বেতনী নদীর পাড়ে এক লক্ষ ম্যানগ্রোভ বসিয়ে ম্যানগ্রোভের প্রাচীর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ম্যানগ্রোভের এই প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে নদী ও বাঁধের ঠিক মাঝখানে। যার ফলে ঝড়ের সময় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ম্যানগ্রোভের শ্বাসমূলগুলি একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকার ফলে প্রাচীর সৃষ্টি করে বাঁধকে রক্ষা করবে। তার ফলে প্লাবনের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে। এক গ্রামবাসী জানান, তাঁরা যে ঝড় দেখেছিলেন এবং প্রবল জলোচ্ছ্বাসে গ্রাম ভেসে গিয়েছিল, এই ম্যানগ্রোভ থাকলে হয়তো সেই জলোচ্ছ্বাস অনেকটাই কম হতো। না কাটিস একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক শুভাশিস মণ্ডলের উদ্যোগে ও সেহেরা-রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কালীকিঙ্কর দাসের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা থেকে গেঁওয়া, বাণী, কাঁকড়া ও কেওড়ার মতো একাধিক প্রজাতির ম্যানগ্রোভ এনে রোপণ করে সন্দেশখালির প্রত্যন্ত গ্রামগুলিকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁদের কথা অনুযায়ী, সুন্দরবনকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ম্যানগ্রোভই। সুন্দরবন বাঁচলে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে। বাঁচবে শহর কলকাতাও। তাই ম্যানগ্রোভের এই প্রাচীর তৈরি করে আমরা সুন্দরবনকে বাঁচাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক মদন সিং দ্বারা এম.ই.এইচ-৬২, কনিষ্ক রোড (নর্থ), দুর্গাপুর-৭১৩২০৪, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম ব
সম্পাদকীয় – ৯৪৩৪৭৭৮৮১১, ৯৬৮০২৩৯৯৫৫, ৯৪৭৫১৯৪৯১১, ই-মেইল : editorial@shilpanchal.co

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি রুখতে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ–প্রাচীর

সিরাজুল মিস্ত্রী, সুন্দরবন: বেশ কয়েক বছর ধরে একাধিক নিম্নচাপের জেরে তৈরি হওয়া ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে সুন্দরবন। আয়লা, বুলবুল, আম্ফান ও ইয়াশ সহ একাধিক ঝড় থেকে সুন্দরবনের শহর-গ্রাম সহ একাধিক জনজীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ম্যানগ্রোভ। যখন কোনও ঝড় আসে, ঝড়ের সেই শক্তিকে অনেকটাই প্রতিহত করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ। যার ফলে রক্ষা পায় সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামগঞ্জ এমনকী শহর কলকাতাও।

কিন্তু বিগত দু'বছরে আম্ফান, ইয়াশ ও জাওয়াদ ঝড়ে বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ও হাসনাবাদ সহ একাধিক ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর যার ফলে নদীপাড়ের একাধিক জায়গায় ভাঙন ক্রমশ ব্যাপক আকার নিচ্ছিল। আর কিছুদিনের মধ্যে কালবৈশাখী আসবে। রায়মঙ্গল, ডাঁসা, ইছামতী ও বিদ্যাধরী নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙে সুন্দরবনের একের পর এক গ্রাম প্লাবিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে প্রকৃতিকে বাঁচাতে ম্যানগ্রোভের প্রাচীর তৈরি করার অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল।

বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের সন্দেশখালি ১নং ব্লকের সেহেরা-রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঁসা ও বেতনী নদীর পাড়ে এক লক্ষ ম্যানগ্রোভ বসিয়ে ম্যানগ্রোভের প্রাচীর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ম্যানগ্রোভের এই প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে নদী ও বাঁধের ঠিক মাঝখানে। যার ফলে ঝড়ের সময় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ম্যানগ্রোভের শ্বাসমূলগুলি একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকার ফলে প্রাচীর সৃষ্টি করে বাঁধকে রক্ষা করবে। তার ফলে প্লাবনের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে। এক গ্রামবাসী জানান, তাঁরা যে ঝড় দেখেছিলেন এবং প্রবল জলোচ্ছ্বাসে গ্রাম ভেসে গিয়েছিল, এই ম্যানগ্রোভ থাকলে হয়তো সেই জলোচ্ছ্বাস অনেকটাই কম হতো। ন্যা জাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক শুভাশিস মণ্ডলের উদ্যোগে ও সেহেরা-রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কালীকিঙ্কর দাসের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা থেকে গেঁওয়া, বাণী, ক্যা ওড়া ও হেতালের মতো একাধিক প্রজাতির ম্যানগ্রোভ এনে রোপণ করে সন্দেশখালির প্রত্যন্ত গ্রামগুলিকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁদের কথা অনুযায়ী, সুন্দরবনকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ম্যানগ্রোভই। সুন্দরবন বাঁচলে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে। বাঁচবে শহর কলকাতাও। তাই ম্যানগ্রোভের এই প্রাচীর তৈরি করে আমরা সুন্দরবনকে বাঁচাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি।

সম্পাদকীয়

আজকের স্বরূপনগর

দুয়ারে পুলিশ প্রশাসন

সারা রাজ্যবাসীর প্রায় সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত প্রকল্প 'দুয়ারে সরকার' অর্থাৎ প্রশাসনিক পর্যায়ের বেড়াজাল পেরিয়ে একেবারে প্রান্তিক এলাকার মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিল সর্বসাধারণ মানুষের বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য পুরো সিভিল প্রশাসনকে। আর বলাবাহুল্য যে এই দুয়ারে সরকার প্রকল্পের উপর ভর করেই এই প্রকল্পের সফলতার জন্য তৃতীয় বারের জন্য বাংলার মসনদে অর্থাৎ নবান্নে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক সেইভাবে আবারও শুরু হলো 'দুয়ারে পুলিশ প্রশাসন' রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই প্রকল্পের কর্মসূচী শুরু হয়েছে যা ইতিমধ্যেই বসিরহাট জেলা পুলিশের উদ্যোগে স্বরূপনগর ব্লকে শুরু হলো। এই দুয়ারে পুলিশ প্রশাসন-এর কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্বরূপনগরের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচী শুরু করেছেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। যে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য খুশি স্থানীয়রা। এগিয়ে চলুক বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্প যার দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে - দীর্ঘজীবী হোক মা মাটি মানুষের সরকার।

- সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব

এফিডেবিট (ঠিকানা পরিবর্তন)

আমি শ্রী অমল চন্দ্র দাস(৫৭), পিতা মৃত ক্ষীরোদ চন্দ্র দাস। আমি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী এবং জন্মসূত্রে ভারতীয়। নিজে চাকুরীজীবী। ঠিকানা ২২১ রামকৃষ্ণ রোড (ডাঃ বি সি রায় স্মরণী), পোষ্ট ও থানা নিউ ব্যারাকপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা ৭০০১৩১ পশ্চিমবঙ্গ। আমি এই মর্মে স্বীকার করিতেছি যে আমি উপরোক্ত ঠিকানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করি। আমি একজন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিএসএফ-এ কর্মরত সদস্য NO-845660076 SI / GD, পূর্বে আমি গ্রাম ও পোষ্ট গোবরডাঙ্গা, থানা হাবড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩২৫২, পশ্চিমবঙ্গ এই ঠিকানায় বসবাস করতাম, যাহা আমি পরিবর্তন করতে বারাসত আদালতে নোটারি পাবলিকের সাহায্য নিয়েছি যার নম্বর ২০৩৮১, তারিখ ১০ই মে ২০২১। উপরোক্ত সকল স্বীকারোক্তি আমার এবং সত্য।

সন্দেহখালি মা সারদার অভিনব উদ্যোগ

সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব ঃ সন্দেশখালি মা সারদা সারা বছর একইভাবে মানুষের সেবা করে চলেছে। তারা গত ২১ মে টাকিতে ৫০টা সেলাই মেশিন তুলে দিয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুস্থ মহিলাদের হাতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ জী মহারাজ। শুধু এই কাজ করে তারা থেমে নেই, তারা হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক এবং হাসনাবাদ ব্লকের দুস্থ অসহায় মানুষের জন্য রেশন-এর ব্যবস্থা করেছে। এতে ১৫০টা পরিবার উপকৃত হয়েছে। এই কাজে আর্থিক সাহায্য করেছে লিডে গ্লোবাল সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড। শুধু তাই নয়, সন্দেশখালি মা সারদা ওমেন এন্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি একটা অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে, সংস্থার সেক্রেটারি শ্রী শুভাশিস মণ্ডল বলেন, তারা সেলফ হেল্প গ্রুপ-এর মেয়েদের হাতে থার্মাল গান এবং পালস অক্সিমিটার তুলে দেবেন যাতে মেয়েরা নিজেদের এলাকার মানুষের টেম্পারেচার এবং অক্সিজেন লেবেল মাপতে পারে, এতে গ্রামের মানুষের ভীষণ উপকার হবে এবং মানুষকে সচেতন করা যাবে। অথবা সচেতন হলেই মানুষকে সঠিক সময় ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেওয়া যাবে, যাতে দ্রুত সুস্থ হওয়া যায়। এই প্রজেক্ট-এরও আর্থিক সহায়তা করবেন লিডে গ্লোবাল সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড।

স্বরূপদহা উত্তরপাড়া কৃষি উন্নয়ন সমিতি পেল সমবায় ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি

নতুন পথের যাত্রা শুরু করল স্বরূপদহা উত্তরপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। উদ্বোধনে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা স্বরূপনগরের তৃতীয় বারের বিধায়ক মাননীয়া বীনা মণ্ডল সাথে অন্যরা।

আমানতকারীদের সাথে ব্যাঙ্ক পরিসেবায় পরিচালন কমিটির সম্পাদক হুমায়ুন কবীর মহাশয়

সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব ঃ স্বরূপনগর ব্লকের স্বরূপদহা উত্তরপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি নতুন রূপে সেজে ওঠে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে পরিণত হলো। শুক্রবার এর উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা স্বরূপনগরের বিধায়ক বীনা মণ্ডল। সাথে ছিলেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার রবিউল ইসলামসহ প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ১৯৩৯ সালে আমানত হিসেবে ২২ শত টাকা, একটি হ্যারিকেন ও একটি কাঠের আলমারী, একজন কর্মী নিয়ে সমিতির পথ চলা শুরু হয়েছিল। ৮১ বছর পরে কৃষি উন্নয়ন সমিতি সমবায় ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি পেল - বর্তমানে ব্যাঙ্কের আমানত দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারসহ মোট সাতজন কর্মী বর্তমান। স্বরূপনগর ব্লকের স্বরূপদহা উত্তরপাড়া, হাকিমপুর, আড়শিবপুরসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার কৃষক এই সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারবেন, পাশাপাশি অন্য সুবিধাও পাবেন। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন করতে পারবেন। আরও জানা গেছে কৃষকরা যখন বাজারে সঠিক মূল্য না পায় সেই সময় ফসল সমবায় ব্যাঙ্কে রাখলে ৭৫ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ দামে বিক্রি করতে পারবেন পাশাপাশি কৃষকরা যদি ফসল মজুত করে ব্যাঙ্কের নির্ধারিত ঘরে রাখে তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক মূল্য বাজারে বিক্রি করতে পারবে এত সুবিধা দিচ্ছে এই সমবায় ব্যাঙ্ক। পাশাপাশি একদিকে যেমন কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরা ঋণ নিতে পারবেন অন্যদিকে ধানের বীজসহ একাধিক ফসলের বীজ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিনামূল্যেও পাবেন। বর্তমানে কয়েক হাজার আমানতকারী এইভাবেই এই ব্যাঙ্ক থেকে পরিসেবা পাচ্ছে। বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি মুজিবুর রহমান ও সম্পাদক হুমায়ুন কবীর - আমানতকারীরাই ব্যাঙ্কের সম্পদ মনে করে তাদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

ইদুজ্জোহাকে সামনে রেখে প্রশাসনিক বৈঠক স্বরূপনগরে

সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব ঃ সামনে ইদুজ্জোহা, মুসলিমদের বড় উৎসব (কোরবানি)। এই দিনে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসারে প্রত্যেক স্বচ্ছল মুসলিম হালাল পশু সৃষ্টিকর্তার নামে উৎসর্গ করে থাকেন। এটাই ধর্মীয় বিধান। এই কথা মাথায় রেখেই স্বরূপনগর ব্লকের সীমান্তবর্তী চারটে গ্রাম পঞ্চায়েত সীমান্তঘেঁষা সেইসব সীমান্তবর্তী মুসলিমদের কথা ভেবেই সীমান্ত লাগোয়া সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১১২ ও ১৫৩ ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বশীল বিএসএফ আধিকারিক, স্বরূপনগর থানার পুলিশ প্রশাসন, স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ ও সীমান্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে এক প্রশাসনিক বৈঠক করলেন স্বরূপনগরের বিডিও কৃষ্ণগোপাল ধারা।

সাতসকাল
SatSakal.com

এখানে ক্লিক/টাচ করে প্রবেশ করুন খবরের দুনিয়ায়
প্রতি মুহূর্তের খবর থাকুক আপনার হাতের মুঠোয়...
সাতসকাল
news.satsakal.com

November 7, 2020 | পুরনো সংখ্যা

স্বাগত

আমি রাজনীতির 'র' বুঝি না, আমার একটাই পার্টি — মিউজিক পার্টি: অজয় চক্রবর্তী

সুন্দরবনে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিনামূল্যে সেলাই মেশিন প্রদান

একুশের নির্বাচনের লড়াই বাংলা সুরক্ষার লড়াই: নুসরাত

পুলিশকর্মীদের সমস্যা দূরীকরণের অভিনব উদ্যোগ নিল বসিরহাট পুলিশ

দিনপঞ্জিকা

আবহাওয়া

রাশিফল

সাতসকাল
নিউজ পোর্টাল
news.satsakal.com

সাতসকাল

1 2 3 4 5 6 7 8

TAILORING CLASS FOR MIGRANTS' WIVES

Learning to stitch back lives

SUBHASISH CHAUDHURI

Sandeshkhali (North 24-Parganas): A social outfit at Sandeshkhali in the northern Sunderbans has started skilling the wives of jobless migrant workers amid the pandemic.

The Sandeshkhali Maa Saroda Women and Rural Welfare Society has chosen 50 women from financially underprivileged tribal families and distributed among them sewing machines, cloth lengths and thread rolls. The outfit aims to equip homemakers with tailoring skills.

But as an immediate solution to lessen their financial woes, the women are being trained to make face masks and skull caps that are in demand during the pandemic.

Women get sewing machines in Sandeshkhali.
Picture by Pashupati Das

Last Friday, members of the welfare society handed over sewing machines funded by Linde Global Support Services Private Limited.

Following the the nationwide lockdown in March, many migrant workers from parts of Sandeshkhali-1 block returned home from mainly southern states where they worked as construction workers. On May 20, Cyclone Amphan made their lives worse. Despite unlock phases, many workers could not go back. Their wives, mostly homemakers, had no skills that could help them earn.

Subhasis Mondal, secretary of the welfare society, said: "In such a situation, we decided to empower the women. Men can return to work at a later stage, but women can start earning at home."

To implement the idea, the organisation, supported by the Sandeshkhali-1 block administration, selected one member each from the 50 tribal women groups.

Madhabi Sardar, 36, wife of a migrant worker from Metiakhali, said this training was a ray of hope after Covid and Amphan.

epaper.eisamay.com/Details.aspx?id=57245&boxid=38936

■ চুরির চেষ্টা দু'টি মন্দিরে চুরি ও একটি মন্দিরে চুরির চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল চুঁচুড়ার কাপাসডাঙায়

ন্যাজাটে ৩০০ দুর্গত পরিবারকে ত্রাণ মা সারদা ওমেন অ্যান্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির

CORPORATE AID HELPS NGO EQUIP ASHA WORKERS WITH THERMAL GUN, PULSE OXIMETER

Sunderbans health workers armed with Covid kits

SUBHASISH CHAUDHURI

Hansnabad: A voluntary organisation in the Sunderbans is equipping rural women to conduct basic health scans with instruments such as thermal guns and pulse oximeters to detect symptoms of Covid-19 faster.

"We have observed that people in rural areas like the Sunderbans often ignore symptoms and invite bigger problems by delaying medication. This has become more evident during the pandemic as many people have either died or suffered enormously owing to delay in detection," said Subhasis Mondal, who is the secretary of Maa Saroda Women & Rural Welfare Society, the non-government organisation that works for the socio-economic empowerment of women in the Sunderbans and adjacent areas of North 24-Parganas.

Last Wednesday, women of 20 self-help groups and 10 Accredited Social Health Activist (Asha) workers and auxiliary nurses-cum-midwives (ANM) active in Hingalganj and Hasnabad blocks of the Sunderbans under Basirhat subdivision in North 24-Parganas, received medical equipment with financial support of an industrial gas production company, Linde Global Support Services Private Limited.

The initiative is aimed at bridging the gap between the detection of diseases and start of medication and start of medication which often gets delayed and results in deaths in the remote areas of the Sunderbans.

Some of the self-help group leaders of the Sunderbans at a recent event at Hasnabad, North 24-Parganas. (Pashupati Das)

A member of the society explained the ground realities. " There are two reasons for the delay (in diagnosis and medication). First, the unavailability of basic health scanning devices like pulse oximeter, thermal gun or thermometer with Asha workers. Second, the reluctance of people to visit rural health centres because of the distance. Our objective is to take the scanning initiative to the people by engaging women of self-help groups."

Dipti Das Karmakar, 48, a self-help group leader in the Bispur area of Hasnabad, said Covid had been an "eye-opener".

"Many people died of Covid only because they ignored the symptoms in the initial stages. In some cases, patients died before the required medication could begin. Now equipped with a thermal gun, pulse oximeter and a kit we can change this situation," she said.

Asha worker Anima Das said: "It is a big support for us and for the people here. The only time we were provided these devices was for election day duty."

Asked about remuneration, an official of the society said the daily allowance of workers is care of.

"It is in the range of Rs 150 per day per person," he added.

The local administration is being kept in the loop. A regular health update is being sent to the block development officer and the block medical health officer every day, said Mondal. He added their organisation would pay for the blood tests of villagers if required.

A senior manager of the gas company, Susanta Mohanty, said that with this initiative, they aimed to create health awareness "so that people turn up to get health check-ups done on time".

A senior health official of North 24-Parganas administration welcomed this corporate help.

"The government has certain limitations despite its commitment to people's welfare. If more such organisations come up to extend support to the government, the gap in rural healthcare can be easily bridged," he said.

গ্রামের মানুষের চিকিৎসায় স্বাস্থ্যকর্মীদের চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

দুরন্তবার্তা, হাসনাবাদ, ২৩ জুলাই ঃ করোনা তৃতীয় ঢেউ আসার আগে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ সহ সুন্দরবনের গ্রামীণ এলাকায় গ্রামবাসীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে স্বাস্থ্যকর্মীদের চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করলো এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এদিন সন্দেশখালী মা সারদা ওমেন এন্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে কলকাতা লিন্ডে গ্লোবাল সাপোর্ট সার্ভিসেসর সহযোগিতায় হাসনাবাদ এবং হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রামের সেলফ হেল্প গ্রুপ, আসা কর্মী এবং আইসিডিএস কর্মীদের মধ্যে থার্মাল গান এবং পালস অক্সিমিটার তুলে দেওয়া হলো। বিভিন্ন এলাকার স্বাস্থ্যে কর্মীরা যাতে গ্রামের মানুষদের বিনামূল্যে অক্সিজেন -এর মাত্রা এবং শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় করে চিকিৎসা পরিষেবায় সহযোগিতা করতে পারে তাই এই উদ্যোগ বলে জানান উদ্দ্যোক্তারা। পাশাপাশি এদিন করোনা সম্পর্কে গ্রামবাসীকে সচেতন করা হয় সংস্থার তরফে। **সৌরভ দাশ**

अब दो हजार परिवारों को मिलेगा स्वच्छ-शुद्ध पेयजल

सुंदरवन के दो हजार परिवारों के लिए शुद्ध पानी

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : सुंदरवन क्षेत्र में लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए एक मिनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। यहां गौरतलब है कि इस क्षेत्र में जमीन के पानी में काफी खारापन होता है। इसका उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। टाटा केमिकल्स का एक उपक्रम एनकरिज सोशल इंटरप्राइज फाउंडेशन ने रोटरी क्लब कलकत्ता के न्यू अलीपुर चेप्टर और संदेशखाली के एक सामाजिक संगठन मां सरोदा वूमेन एंड रूरल वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिल कर उत्तर 24 परगना के नजात के दक्षिण अखरातला गांव में इस संयंत्र को लगाया है। इस तरह दो हजार परिवारों को प्रति घंटा एक हजार लीटर पीने का शुद्ध पानी मिल जाएगा। एनकरिज सोशल इंटरप्राइज फाउंडेशन ने इसे मुफ्त में लगाया है। इसे एक मकान में लगाया गया है और ऊपर एक ओवरहेड टैंक बनाया गया है। मां सरोदा वूमेन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने इसका निर्माण कराया है और वही इसका रखरखाव करती है। पेयजल की आपूर्ति के लिए दस टेप लगाए गए हैं और इसका उद्घाटन कलकत्ता के रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर **प्रबीर चटर्जी** ने किया। रोटरी क्लब के न्यू अलीपुर चेप्टर के अध्यक्ष **सुशील अग्रवाल** ने कहा कि पीने के पानी के इस संकट के बारे में जानकारी अखबारों में छपी खबरों से मिली थी। इसमें बताया गया था कि हांसनाबाद ब्लाक की लड़कियां किस तरह 12 किलोमीटर सायकिल चला कर पानी लाने जाती हैं। यहां की शेफाली सरकार ने कहा कि उन्हें जीवन में पहली बार घर के पास से पीने का शुद्ध पानी मिलेगा।

मां सरोदा वूमेन एंड रूरल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव **सुभाशिष मंडल** ने कहा कि नाजात में जमीन के नीचे पानी में टीडीएस का लेवल 500 पीपीएम है। उम्मीद है कि इससे लोगों के जीवित रहने में मदद मिलेगी।

Advertisement

Advertisement

Sunderbans migrant workers

Learning to stitch back lives together

Advertisement

Women get sewing machines in Sandeshkhali.
Pashupati Das

Subhasish Chaudhuri | Sandeshkhali | Published 11.11.20, 12:17 AM

A social outfit at Sandeshkhali in the northern Sunderbans has started skilling the wives of jobless migrant workers amid the pandemic.

The Sandeshkhali Maa Saroda Women and Rural Welfare Society has chosen 50 women from financially underprivileged tribal families and distributed among them sewing machines, cloth lengths and thread rolls. The outfit aims to equip homemakers with tailoring skills.

Advertisement

But as an immediate solution to lessen their financial woes, the women are being trained to make face masks and skull caps that are in demand during the pandemic.

Last Friday, members of the welfare society handed over sewing machines funded by Linde Global Support Services Private Limited.

Following the the nation-wide lockdown in March, many migrant workers from parts of Sandeshkhali-1 block returned home from mainly southern states where they worked as construction workers. On May 20, Cyclone Amphan made their lives worse. Despite unlock phases, many workers could not go back. Their wives, mostly homemakers, had no skills that could help them earn.

Subhasis Mondal, secretary of the welfare society, said: “In such a situation, we decided to empower the women. Men can return to work at a later stage, but women can start earning at home.”

To implement the idea, the organisation, supported by the Sandeshkhali-1 block administration, selected one member each from the 50 tribal women groups.

Madhabi Sardar, 36, wife of a migrant worker from Metiakhali, said this training was a ray of hope after Covid and Amphan.

“They will be trained in cutting, knitting, and sewing garments. We have requested the district administration to let them make school uniforms once their training is over,” an official of the welfare society said.

Migrant Workers Sunderbans North 24 Parganas Tailoring

Share

Advertisement

Download the latest The Telegraph app

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Copyright © 2020 The Telegraph. All rights reserved.

সুন্দরবনে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিনামূল্যে সেলাই মেশিন কর্মশালা

শ্যাম বিশ্বাস, উত্তর ২৪ পরগনা: লকডাউন, আমফানের রেশ কাটিয়ে জীবনের মূল স্রোতে ফেরার লক্ষ্যে সুন্দরবনের আদিবাসী মহিলারা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ভিন রাজ্যে থাকা ৫০টি আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে বিনামূল্যে সেলাইয়ের মেশিন প্রদান করা হল।

মা সারদা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের লকডাউন রুটি রোজগার হারিয়েছে এমন ৫০ টি পরিবারের হাতে ৫০টি সেলাই মেশিন, কাঞ্চি, সুতো, এমনকি ওই মেশিন দিয়ে মাস্ক তৈরির কাপড় তুলে দেওয়া হল।

আরও পড়ুন- শাহর সফরের মধ্যেই জঙ্গলমহল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহারের নির্দেশ

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পরিশুদ্ধ নন্দজী মহারাজ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দনা মাহাতো, বিডিও সুপ্রতিম আচার্য, সোসাইটি সম্পাদক শুভাশিস মন্ডল, সমাজসেবী সজল সী, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অঞ্জলি দাশ সহ বিশিষ্টজনেরা।

বিনামূল্যে সেলাইয়ের মেশিন ও প্রশিক্ষণ পেয়ে রীতিমতো আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছে সুন্দরবনের আদিবাসী দুঃস্থ মহিলা সমাজ। লকডাউনের জেরে কর্মসংস্থান হারিয়ে ফেলা দুঃস্থরা এই নতুন কর্মসংস্থান পেয়ে রীতিমতো খুশি।

সুতির ছাপা শাড়ীর কোম্পানী এখন নদীয়ার শান্তিপুরে।
ছাপা শাড়ী মানেই মায়া শাড়ী
maya ™
100% COTTON SAREE
visit us: www.mayasaree.com
e-mail: sbmayaindustryprivatelimited@gmail.com
১০০% কটন
রঙ গ্যারান্টি
পাকা ১২ হাত
SB MAYA INDUSTRY PRIVATE LIMITED
ব্যবসায়িক যোগাযোগ
জয় নিতাই মোড়, সূত্রাগড়, শান্তিপুর, নদীয়া, ৭৪১৪০৪
Call: 9563167630, 9382398790

সম্পাদকীয়

আজকের স্বরূপনগর

করোনা পরীক্ষায় ভয় কেন?

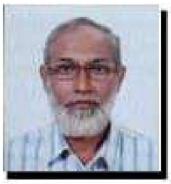

চলছে করোনা আবহ, সারা পৃথিবীর সাথে সাথে ভারত তথা বাংলায়ও প্রকোপ কম নয়, প্রতিদিন বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা। সারা জেলায় সংক্রমণের হার দেখলে আমরা বুঝতে পারি সারা জেলায় যা শুধু স্বরূপনগর ব্লকের প্রায় তাই কারণ স্থানীয়রা এতদিন যাবৎ শাঁড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে সরকারিভাবে বিনামূল্যে পরীক্ষা করছিল যা ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংখ্যা ৪৯৫। হঠাৎ করেই এই সংখ্যা কমতে শুরু করেছে, এটি ভালো সংবাদ যে এবার সংক্রমণ কমতে শুরু হলো। মানুষ সুস্থ আছে তবে আমার মনে হয়েছে বিষয়টি অন্যরকম - আসলে মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে, তবে সাধারণ মানুষ আর পরীক্ষা করাচ্ছে না, কারণ পরীক্ষা করলেই পজিটিভ আর পজেটিভ হলেই হোম কোয়ারেন্টাইনে ১৪ দিন, এটা যেন মানুষ ভালো চোখে নিচ্ছে না। আর তাতে বিপদ বাড়ছে ওই সংক্রমিত ব্যক্তি প্যারাসিটামল খেয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের সান্নিধ্য থাকছে তাতে অন্যরাও সংক্রমিত হচ্ছে এটা যখন আরও বাড়াবাড়ন্ত হবে তখন গোষ্ঠী সংক্রমণ রূপ নেবে না তো। ভাবতে বলবো স্বাস্থ্য দপ্তরসহ প্রশাসনকে, আরও সচেতন হতে বলবো সর্বসাধারণকে। নিজে সুস্থ থাকুন আর অন্যকে সুস্থ থাকার পরিবেশ দিন ধন্যবাদান্তে —

সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব

শিক্ষক সুখময় সাহা-র অভিনব প্রয়াস

সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা চক্রের নওপুকুরিয়া নূতনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্কুল অভিমুখী করতে শিক্ষকগণ বেশ কিছু নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারমধ্যে ফেলে দেওয়া সামগ্রী থেকে সৌখিন ও পেশাদারী শিল্প সামগ্রী তৈরীর প্রশিক্ষণ শিবির অন্যতম। স্কুলের "যামিনী রায়" কক্ষে শিক্ষক সুখময় সাহার উদ্যোগে চলছে এই কর্মশালা। শুকডাউনেও থেমে নেই এই প্রশিক্ষণ শিবির। ঘরে ঢুকতেই দেখা যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্লাস্টিক ও কাচের বোতল, ছোট বড় পাথর, প্লাস্টিক ও কাঠের চামচ, মাছের আঁশ, ডিমের খোলা, বাতিল সিডি, গাছের ডাল, কাগজ ইত্যাদির মত ফেলে দেওয়া সামগ্রী, যা দিয়ে কাচের তাকে শোভিত হচ্ছে পাখির বাসা, পাথর রং করে হরেক রকম পোকা, স্ট্রবেরি, ফুলদানি, সুপারি গাছের ডেগো দিয়ে গণেশ, মাছের আঁশের ফুল, চামচের বাড়ি, একুরিয়াম, থার্মোকলের উপর রং করে কার্টুন চরিত্র, কাচের চুড়িভাঙা দিয়ে গাছ, পাটের পুতুল ইত্যাদির মত চোখধাঁধানো রঙবেরঙের নানা জিনিস। এছাড়াও রয়েছে লো-কস্ট লো-মেটিরিয়াল দিয়ে তৈরী হরেক টি.এল.এম। ছিপের সুতোর মাথায় লাগানো আছে চুম্বক, মাছের মাথায় লোহার পিন, শিক্ষকমশাই শিক্ষার্থীদের হাতে দিয়ে মাছ ধরতে বললেন এবং প্রত্যেকবার কয়টি মাছ পাচ্ছে লিখে রাখতে বললেন, বেশ কয়েকবার মাছ ধরার পর প্রশ্ন করলেন মোট কটি মাছ উঠেছে, এইভাবেই খেলতে খেলতে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হচ্ছে যোগের ধারণা। আবার একটি গাছে বসে আছে বানর, একটা সুতো দিয়ে টানলে বানর নীচে চলে আসবে, নিচে লেখা আছে ডাউন, আবার আরেকটি সুতো ধরে টানলে বানর গাছের ডালে গিয়ে বসছে উপরে লেখা আছে আপ। এরকম আরও অনেক মজার জিনিস দিয়ে খেলার ছলে শেখানো হচ্ছে বিপরীত শব্দের ধারণা। শিক্ষক সুখময় সাহা জানান "ফেলে দেওয়ার জিনিস থেকে এই ধরণের কাজগুলো করতে শিশুরা যেমন আনন্দ পায় তেমনি টি.এল.এম বানানোর সময় খেলতে খেলতে পাঠ্যবইয়ের অনেক কিছুই তারা খুব সহজেই শিখে ফেলে, আবার বাড়িতে ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো গুছিয়ে রেখে মনে মনে তাদের কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে উদ্ভাবনী শিল্পকলায় মত্ত থাকে এবং বাড়ি ও তার আশেপাশে থেকে প্লাস্টিক, ক্যারিব্যাগ, কাচের বোতল ইত্যাদির মত জিনিসগুলি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলে এতে ছোট থেকে খুব সহজেই পরিবেশ সচেতনতার পাঠ দেওয়া যেমন সম্ভব হয় তেমনই ছোট ছোট শিশুরা উদ্ভাবনী শিল্পকলায় নিজেদেরকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

এমএইচটিভি চলার পথ আরও একধাপ এগিয়ে গেল

সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব

এমএইচটিভি ২০১৭ সালের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে আজ জেলার গন্ডি পার করে রাজ্যবাসীর কাছে অগ্রগণ্যের দাবী রাখে। এমএইচটিভি (মেসেজ অফ হিউম্যানিটি) এমএইচ টিভির বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর সিইও মাহবুব মন্ডল উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত থেকে কলকাতার রাজপথ তথা গোটা বাংলার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত করে চলেছে। জাতীয় স্তরে নেতা-মন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের নিকট বার্তা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে এমএইচটিভি সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে। নতুন আঙ্গিকে এবার এমএইচটিভি মালদা জেলার কালিয়াচকে গত ৮ই সেপ্টেম্বর তার আরও একটি ইউনিট-এর শুভ উদ্বোধন হলো। বিশিষ্ট সমাজসেবক, বুদ্ধিজীবী, উলেমা, কারী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে। এই সময় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সমাজসেবী জনদরদী মালদার মুখ আলহাজ্ব শাহাদাত হোসেন সাহেব, কলকাতার জনদরদী সমাজসেবী মিজানুর রহমান সাহেব, সমাজসেবী হজ্ব অর্গানাইজার হাফেজ মাফিকুর রহমান সাহেব, বহরমপুর, এমএইচটিভি সিইও সাংবাদিক মাহবুব রহমান, সাংবাদিক আবদুল্লাহ আল রাজি, সাংবাদিক যুবরাজ ত্রিবেদী, সমাজসেবী আলহাজ্ব ডাক্তার আশরাফ আলী সাহেব, সমাজসেবী আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ, মুফতি মোস্তার হোসেন সাহেব, হাফেজ ইউনুস আলী, আলহাজ্ব আবুল কালাম আজাদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারী রুহুল আমিন, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার বিচারক শাহ সরোয়ার, কবি নুরুল হুদা, সম্পাদক ওবায়দুল্লাহ সাহেব এছাড়াও ছিলেন কারী গোলাম হোসেন, মৌলানা জাহিরুল ইসলাম, উত্তম আলি, তানভির আলী, ছিলেন মানবতার বার্তাবাহক মানবদরদী প্রাণ মোঃ আব্দুস শুকুর সাহেব। সকলকে এমএইচটিভির পর্দায় চোখ রাখার আবেদন জানানো হয়।

কোভিড যোদ্ধা হিসেবে সংশাপত্র পেলেন সুভাশিষ মণ্ডল

সংবাদদাতা : সন্দেশখালি মা সারদা ওমেন এণ্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মানুষের পাশে থেকে সব সময় কাজ করে চলেছে, তারা কোভিড-১৯ এর এই মহামারীতে অসহায় মানুষ-এর মধ্যে ত্রাণ বিলি করে চলেছে। এই পর্যন্ত তারা সন্দেশখালি, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক-এর ৩৫০০ গরীব মানুষের মধ্যে চাল, ডাল, আলু, তেল, চিনি, লবণ, সাবান ইত্যাদি বিতরণ করেছে। এই মহৎ কাজে তাদেরকে সাহায্য করেছেন মিস্টার বরুণ কুমার বসু (সেক্রেটারী, এসআইএসসিএসটি-ডব্লু, ও এনজিসি) এবং মিস্টার সুশান্ত মোহান্তি (লিডো গ্লোবাল সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড)। সন্দেশখালি মা সারদা ওমেন এণ্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দীর্ঘদিন এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে থেকে করোনা আবহে স্বেচ্ছায় এই সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনিসেফ কর্তৃক সংস্থার কর্ণধারকে সংশাপত্র প্রদান করে। এই মহান হৃদয়ের মানুষদের সংস্থার পক্ষ থেকে মিস্টার শুভাশিষ মণ্ডল, সেক্রেটারী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

➤ এক পাতার পর

চোখের আলো কর্মসূচী

কর্ম শিবিরের শুভ সূচনা করে স্থানীয় এলাকার বয়স্ক বিশেষ করে যে সমস্ত উপভোক্তাগণ চোখের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন তাদেরকে এই রকম শিবিরের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা করে প্রয়োজনে বিনামূল্যে তাদের হাতে চশমা প্রদান করা হবে বলে জানান শিবিরের কর্তব্যরত চিকিৎসক। এই শিবির স্বরূপনগর ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিসেবা প্রদান করবেন শাঁড়াপুল গ্রামীন হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞগন বলে জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং যে সমস্ত উপভোক্তাদের চশমার প্রয়োজন হবে তাদেরকে নির্ধারিত দিনে শাঁড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতাল তাদের হাতে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হবে বলেও জানান সাথে সাথে যে সমস্ত উপভোক্তারা এই শিবিরে চিকিৎসার আসার পর তাদের উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রেও সরকারীভাবে একেবারে বিনা খরচে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে স্থানীয় উপভোক্তাদের। এই কথা জানার পর দলে দলে এই শিবিরে উপস্থিত হয় নিজেদের চক্ষু পরীক্ষা করাতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয়রা।

➤ এক পাতার পর

৯১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হলো

পালন করা হলো। এ সময় বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রদীপ কুমার নস্কর এর হাত ধরে প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় পঞ্চানন বক্সীর প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনটি শুভ সূচনার সাথে সাথে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদেরকে সাথে নিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আগামী ৯১তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই সময় ওস্তিরের ছাত্রী উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে, স্বাগত ভাষণ দেন প্রধান শিক্ষক শ্রী প্রণব চক্রবর্তী।

সন্দেশখালি মা সরদা ওমেন এ্যান্ড রুরাল ওয়েলফেয়ারের কর্মশালা

➤ এক পাতার পর

মনোরঞ্জন আগরওয়ালসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ। এদিন জেলা সভাধিপতি সহ জনপ্রতিনিধিদের নাম লিপিবদ্ধ হওয়ার পরেও আত্মত্যাগের বলিয়ান হয়ে নিজেরা এই করোনা ভ্যাকসিন গ্রহণ না করে যারা এতদিন ধরে করোনা যোদ্ধা হিসেবে অন্যের সেবা দিয়ে গিয়েছেন তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে আবেদন করেন বীনা মণ্ডল সহ উপস্থিত জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ। সর্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদেরকেই এই করোনা ভ্যাকসিন প্রদান করা হোক বলে দাবী করেন তারা। তারা আজকের স্বরূপনগর পত্রিকার প্রতিবেদককে

স্বরূপনগরে শুরু হলো করোনা ভ্যাকসিন

জানান করোনা যোদ্ধাদেরকে আগে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া হোক পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে আমরাও এই প্রতিষেধক গ্রহণ করবো। প্রথম দিনেই ৬৪ জনকে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়। চলবে ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচী বলে জানান বিএমওএইচ ডাঃ মনোরঞ্জন আগরওয়াল।

সন্দেশখালি মা সরদা ওমেন এ্যান্ড রুরাল ওয়েলফেয়ারের কর্মশালা

সৈয়দ রেজওয়ানুল হাবিব : ২রা জানুয়ার থেকে ৯ই জানুয়ারী সাত দিনের ওয়ার্কশপ-কাম-সেমিনার হলো ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায়, সন্দেশখালি মা সারদা ওমেন এ্যান্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার-এর ব্যবস্থাপনায়। সন্দেশখালি রায়পুর-এর আদিবাসী সংস্কৃতির উপর সাত দিনের ওয়ার্কশপ-কাম-সেমিনার করা হলো। উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী তাপস চাটার্জী এবং সেমিনারের বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী মনীশ মিত্রসহ অন্যান্য গুণীজন। এই সেমিনারে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন এই অঞ্চলের নাট্যপ্রেমী শ্রী মানিক দেব। সন্দেশখালী মা সারদা ওমেন এন্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষে সম্পাদক শ্রী শুভাশিষ মণ্ডল মহাশয় ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকসহ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই ওয়ার্কশপে এলাকার ১০০জনের বেশী আদিবাসী ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করে। আদিবাসী সংস্কৃতিকে জনমানসে তুলে ধরার কাজ এই সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছে। সামনের দিনগুলিতে আদিবাসী সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রয়াস গ্রহণ করার জন্যই এই কর্মশালা বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক শ্রী শুভাশিষ মণ্ডল। এই ওয়ার্কশপে আগত শিক্ষার্থীদের আবাসিক হিসেবেই তাদের খাওয়া এবং থাকার সকল ব্যবস্থা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে।

যার যখন যেখানে দরকার আসছে আপনার দুয়ারে সরকার - দুয়ারে সরকার কর্মসূচী বাস্তব প্রয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাঁকড়া-গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বাংলার মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। প্রধান-
তুষারকান্তি ঘোষ

বাঁকড়া-গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সৌজন্যে

২৪ পরগনা
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার ১০ অক্টোবর ২০২১

না চিত্র
র ২৪
ম আক্রান্ত
৪১৫
মী ১২৬০
ক্রান্ত ১২৭
ত ৪
৪৭৫৬
। ২৪

ঘরে পুজোর

বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট থানার আইসি সুরিন্দার সিংহ প্রমুখ। —*নিজস্ব সংবাদদাতা*

বাসিন্দাদের গৃহদান

হাসনাবাদ: ১৪টি পরিবারকে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর করে দিল ওএনজিসি। শনিবার সংস্থার কয়েক জন আধিকারিক আসেন হাসনাবাদ থানার বিশপুর পঞ্চায়েতের হুলারচক গ্রামে। এখানকার ১৪টি দরিদ্র পরিবারের জন্য ঘর করে দেওয়া হয়েছে সংস্থার উদ্যোগে। এই এলাকার উন্নয়নে তাঁদের আরও কিছু ভাবনাচিন্তা আছে বলে জানিয়েছেন ওএনজিসি কর্তা কে মুরলীধরণ। ওএনজিসিকে এই কাজে সাহায্য করেছে সন্দেশখালির একটি সংগঠন। সংগঠনের তরফে শুভাশিস মণ্ডল বলেন, “আমরা অসহায় মানুষদের খুঁজে দিয়েছিলাম, ওএনজিসি আর্থিক সাহায্য করল।”

— *নিজস্ব সংবাদদাতা*

সম্পাদক সমীপেষু

এই মরণফাঁদ থেকে মুক্তি মিলবে তো?

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে হাবড়ার বনবনিয়া চৌমাথা থেকে হাটথুবা মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত শচীন্দ্রলাল ... দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদেরই বা ভূমিকা কী? এলাকার এ সব অব্যবস্থা নিয়ে এ ভাবে আর কতকাল সরব হতে হবে জানা নেই। প্রশাসন হয়তো এক সময়ে এ দিকে নজর দেবে ঠিকই। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে, ঘটে যেতে পারে বড় কোনও দুর্ঘটনা। তাই সময় থাকতে দ্রুত এই মরণফাঁদ থেকে মুক্তি দেওয়া হোক হাবড়ার বাসিন্দাদের।

বিভূতিভূষণ রায়
হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

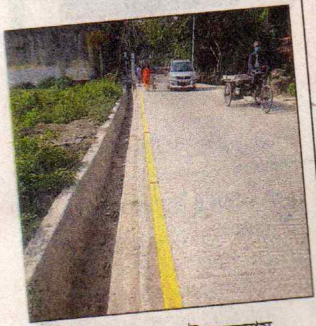

এই নিকাশি নালাই সমস্যায় ফেলেছে এলাকার মানুষকে।

ডাল কাটুন, আমরা বাঁচব

বনগাঁর উপর দিয়ে কলকাতা তথা দেশের অন্যান্য অংশের প্রধান সংযোগকারী সড়ক যশোর রোড চলে গিয়েছে। শতাব্দী-প্রাচীন রাস্তাটি বনগাঁর চলমান ইতিহাসের সাক্ষী। ওই রাস্তার দু'পাশে যে বিশাল গাছগুলি রয়েছে, ইদানীং সেগুলির পরিচর্যার ...

শান্তনুর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ... সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন

সীমান্ত মৈত্র

বনগাঁ

... যা নির্দেশ দেবেন, আমরা সেই মতো চলব।"

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, দিন কয়েক আগে বিজেপি নেতৃত্ব জেলা ...

বনগাঁর বিজেপি ...

ওঁদের সৎবুদ্ধি আসুক

বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল

গোসাবা: অমাবস্যার কটালের জলের তোড়ে বাঁধ ভেঙে সোমবার রাতে জল ঢুকল গোসাবার কুমিরমারি পঞ্চায়েতের পূর্ব কুমিরমারি গ্রামে। মঙ্গলবার সকালেই অবশ্য সেই নদীবাঁধ মেরামত করা হয় ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের তরফে। গ্রামে নোনা জল ঢুকে পড়ায় বেশ খানিকটা চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী বলেন, "নদীবাঁধ মেরামতের কাজ চলছিল। কিছুটা জায়গায় বাঁধ দুর্বল থাকায় সেখান থেকে জল ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ মেরামতি করা হয়েছে।" —*নিজস্ব সংবাদদাতা*

গ্রেফতার ৩ দুষ্কৃতী

বাগদা: অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতির জন্য জড়ো হয়েছিল কিছু দুষ্কৃতী। পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়ে গেল তিন জন। সোমবার রাতে বাগদার খর্দকুলবেড়িয়া গ্রামের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বাবলু বিশ্বাস, সমীর মণ্ডল ও বিশ্বজিৎ দাস। ছোরা, ধারাল লোহার রড, রামদা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গীদের খোঁজ চলছে। —*নিজস্ব সংবাদদাতা*

রোপণ: একটি সংগঠনের তরফে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ২ ব্লকের খুলনা পঞ্চায়েতের আদিবাসী পাড়ায় নদীর পাশে প্রায় ১৬ হাজার ম্যানগ্রোভ লাগানো হল মঙ্গলবার। সংগঠনের সম্পাদক শুভাশিস মণ্ডল বলেন, "আগামী দিনে এই চত্বরে দু'লক্ষ ম্যানগ্রোভ লাগানোর পরিকল্পনা আছে।" *নিজস্ব চিত্র*

দুর্বল নদীবাঁ... খোওয়ানোর ...

নিজস্ব সংবাদদাতা

বসিরহাট

পাকাপোক্ত ভাবে বাঁধ মরামত ন... হওয়ায় আতঙ্কিত হিঙ্গলগঞ্জে... যোগেশগঞ্জ পঞ্চায়েতের পাটঘর... গ্রামের মানুষ। যে কোনও মুহূর্তে... রায়মঙ্গল নদীর জলের তোড়ে বাঁ... ভাঙতে পারে বলে আশঙ্কা করছে... তাঁরা।

পঞ্চায়েত ও স্থানীয় সূত্রে জান... গিয়েছে, ইয়াসের সময়ে সুন্দরবন... লাগোয়া এই সব এলাকায় বাঁধ ভেঙে... নোনা জল ঢুকেছিল গ্রামে। সামান্য... জমি থেকে নোনা জল সরিয়ে প... চাষবাস করেন কেউ কেউ। কিন্তু এ বা... অতিবৃষ্টিতে তা-ও নষ্ট হয়েছিল। যাঁদে... সামান্য বীজতলা বেঁচেছিল, তাঁরা... জমিতে ধান চাষ করতে পেরেছিলে... এখন মাঠের সেই ধান পেকেছে। ধা... কাটাও শুরু হয়েছে। কিন্তু রায়মঙ্গ... নদীবাঁধের যা অবস্থা, তাতে যে কোন... মুহূর্তে তা ভাঙতে পারে বলে আশঙ্ক... আছেন নদীপাড়ের বাসিন্দার... বাঁধ ভাঙলে পাটঘরা, যোগেশগ... রমাপুর, দেউলি, কাঁঠালবেড়িয়ার ম... গ্রামগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়বে ব... জানাচ্ছেন তাঁরা।

...বছরের পড়ুয়াদের। *নিজস্ব চিত্র*

		9	
1			
	2		3
	7	5	
	4		
			9
		8	

গতকালের সমাধান নীচে

খেলার পদ্ধতি

উপর-নীচ এবং পাশাপাশি ৯টি করে খোপ (বক্স) রয়েছে। প্রতিটি সারি (রো)-তে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি রাখতে হবে। একই ভাবে স্তম্ভ (কলাম)-গুলিতেও ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা থাকবে। এমনভাবে সংখ্যাগুলিকে রাখতে হবে, যাতে মোটা দাগের ৯টি খোপের মধ্যেও ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা থাকে। কোনও সারি বা স্তম্ভে কোনও সংখ্যা একাধিকবার লেখা যাবে না।

...কিং ফিচার্স সিন্ডিকেট'-এর ...ঙ্গে ব্যবস্থাক্রমে

জরুরি পরিষেবা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বিদ্যুৎ বণ্টন দফতর

ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল: ০৩১৭৪২৫৫২৩৭ ৮১৪৫৭১৫৫১১

কুলপি গ্রামীণ হাসপাতাল: ...

০৩২১০২৫৫০২০

মথুরাপুর: ০৩১৭৪২২৪৫০১

রায়দিঘি: ০৩১৭৪২৬২৪২৬

জয়নগর পুরসভা: ৯৪৩৪৩৪৪৯৪০

ডায়মন্ড হারবার: ১০২, কাকদ্বীপ: ১০৩

ব্লাড ব্যাঙ্ক

২) ...৯৬৬১৩০৯০

...ড়িয়া থানা– ০৩২১৭-...৮৪৫৪, ৯০৭৩৩৪৩৬২৮, ০...৪০৭৫৪৩৭

২৪ পরগনা

আনন্দবাজার পত্রিকা

রবিবার ৩ জুলাই ২০২২

সৃজন: সন্দেশখালি ১ ব্লকের শেয়ারা রাধানগর পঞ্চায়েতের পাশে ডাঁসা নদীর চরে প্রায় ৯ হাজার ম্যানগ্রোভের চারা লাগানো হল সন্দেশখালির একটি সংগঠনের তরফে। শনিবার সংগঠনের তরফে শুভাশিস মণ্ডল জানান, গ্রামের এই অংশে ম্যানগ্রোভ নেই। তাই বৃক্ষরোপণ করা দরকার ছিল। গাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। —নবেন্দু ঘোষ

ইদেই বাড়ি ফেরার কথা ছিল মহিউদ্দিনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

বসিরহাট

দিন তিনেক আগে শেষবার ফোন করেছিলেন স্ত্রীকে। জানিয়েছিলেন, ইদের ছুটি পেয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন। তবে অদৃষ্টে ছিল অন্য কিছু।

মাটিয়ার ঘোড়ারাস গ্রামের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা, বাহিনীর জওয়ান শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ (৩২) মণিপুরের সেনা ব্যারাকে পাহাড়ের ধসে মারা গিয়েছেন।

ন'বছর আগে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন মহিউদ্দিন। মণিপুরের টুপুলে ১০৭ ইউনিট গোর্খা রাইফেলসে কর্মরত ছিলেন। সেখানেই গত বুধবার পাহাড়ি ধসে চাপা পড়েন মহিউদ্দিন-সহ সেনা ব্যারাকের ৫২ জন। দুর্ঘটনার খবর এলেও মহিউদ্দিনের দেহ না মেলায় খানিকটা আশায় ছিলেন পরিবারের সদস্যেরা। তবে শনিবার সকালে প্রশাসন থেকে মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছেছে বাড়িতে। রবিবারই সম্ভবত ফিরবে দেহ।

মহিউদ্দিন ধসে আটকে পড়েছেন শুনে গত তিন দিন ধরেই গ্রামের মানুষ ভিড় করছেন বাড়িতে। এ দিন মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকে। প্রতিবেশীরা জানালেন, হাসিখুশি মানুষ ছিলেন মহিউদ্দিন। তাঁর বাবা-মা নেই। স্ত্রী ও বছর দেড়েকের ছেলে বাড়িতে।

এ দিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ছেলেকে কোলে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মহিউদ্দিনের স্ত্রী রিমানা আসমিন। জানালেন, এগারো মাস বাড়ি ফেরেননি মহিউদ্দিন। তবে রোজ রাতে ফোনে কথা হত। দুর্ঘটনার আগের রাতেও ফোন করেছিলেন। ইদের ছুটি পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন।

মহিউদ্দিনরা তিন ভাই। ছোট ভাই শেখ মিরাজউদ্দিন আহমেদও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। কয়েকদিন হল তিনি ইদের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। মিরাজউদ্দিন বলেন, "দুর্ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যায় শেষবারের মতো কথা হয়েছিল। ইদের ছুটিতে সকলে মিলে বাড়িতে আনন্দ করার কথা ছিল। কিন্তু

নতুন ঘরে ওঠা হল না সন্তুর

নিজস্ব সংবাদদাতা

গোপালনগর

নতুন বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। কথা ছিল, অগস্ট মাসে ফিরে সেখানেই উঠবেন। তার আগেই অবশ্য মণিপুরে ধস নেমে মৃত্যু হল গোপালনগরের বারাকপুরের বাসিন্দা সন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শুক্রবার রাতে সেনার পক্ষ থেকে পরিবারের কাছে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছয়। কান্নার রোল পড়ে যায়। শোকস্তব্ধ পাড়া-পড়শিরাও।

পরিবার সূত্রের খবর, বছর সাঁইত্রিশের সন্তু ২০০৪ সালে সেনায় যোগদান করেন। ১১ গোর্খা রেজিমেন্টের ১০৭ টেরিটোরিয়াল আর্মির সদস্য ছিলেন। টুপুল এলাকায় কর্মরত ছিলেন। গত ফেব্রুয়ারিতে শেষবার বাড়ি এসেছিলেন। কয়েকদিন থেকে এপ্রিলের ১১ তারিখ ফিরে যান।

বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হয়েছিল সন্তুর। স্বামীর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী জয়া। বললেন, "অগস্ট মাসে স্বামীর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। বাড়ি করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ। দরজা-জানলা লাগানো বাকি। এ বার ফিরে সেই বাড়িতে ওঠার কথা ছিল। সব শেষ হয়ে গেল!"

ভেঙে পড়েছেন সন্তুর বাবা গোপালও। তিনি বলেন, "রোজ চারবার করে ছেলে ফোন করত। খেয়েছি কি না, ওষুধ খাচ্ছি কি না—জানতে চাইত। অসুস্থ থাকলেও বলতাম, আমি সুস্থ আছি, তুই সাবধানে থাকিস। এখন কে আর আমার খোঁজ নেবে।" বাবার আক্ষেপ, "নতুন বাড়িতে আর থাকা হল না ছেলেটার!"

স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, ছুটিতে বাড়ি ফিরলে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেন সন্তু। অনেকে

দুই ... রাখার ...

নিজস্ব সংবা...

গাইঘা...

রড চুরির অপবাদ দি... কোমরে শিকল দিয়ে ... ঘণ্টা রোদে দাঁড় করি... মহিলা। শনিবার সক... থানার চাঁদপাড়া এলাকা... অভিযুক্ত মৌসুমি দাস... করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় ... গিয়েছে, চাঁদপাড়া এলা... মৌসুমি এ দিন সকালে ... ওই দুই বালককে রাস্তা... বাড়ি নিয়ে আসে। অভি... কোমরে শিকল পরিয়ে ... গ্রিলের সঙ্গে বেঁধে রাখা... রোদে ঘণ্টা পাঁচেক ... থাকতে থাকতে ছেলে দু'টি... পড়ে।

সকাল ১১টা নাগা...

স্কুলে ... সোশ্যাল...

নিজস্ব সংবাদদাতা

বসিরহাট

কয়েক মাস ধরে একের ... ক্লাসঘরে ভাঙচুর করছিল ... একাংশ। হাড়োয়া পিজি ... শিক্ষক-পড়ুয়ারা উদ্বিগ্ন হয়ে ... এই ঘটনায়। তবে কাউকে চিহ্নি... যাচ্ছিল না। স্কুলের বেশ কয়েক... গোটা পঞ্চাশ পাখা বেঁকিয়ে ... হয়। সিসি ক্যামেরা টেবিল-... বেঞ্চ ভাঙচুর করা হয়। পানীয় ... কল, এমনকী লোহার দরজা-...

পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানোর দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাবড়া

পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানোর দাবিতে বিজেপির পক্ষ থেকে শনিবার হাবড়া শহরে মিছিল হল। একটি পেট্রল পাম্পের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি বিপ্লব হালদার বলেন, "কেন্দ্র পেট্রল-ডিজেলের উপর থেকে সেস কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার না কমানোয় এখানে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমছে না। অথচ মদের দাম কমিয়ে দেওয়া হল।"

ন্যাজাটে জল প্রকল্পের উদ্বোধন

ন্যাজাট: পানীয় জলের প্রকল্প চালু হল ন্যাজাট ২ পঞ্চায়েত এলাকায়। একটি শিল্পসংস্থা এবং ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পানীয় জলের প্রকল্প তৈরি হল এলাকায়। শুক্রবার প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পদাধিকারী-সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা শুভাশিস মণ্ডল বলেন, "স্থানীয় প্রায় ৩০০ পরিবারের জলের চাহিদা পূরণ করতে পারবে এই প্রকল্প।" জল প্রকল্পটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে প্রায় ৭৭ হাজার টাকা প্রয়োজন। যার ব্যবস্থা সংগঠনের তরফে করা হবে বলে জানান শুভাশিস।

নিজস্ব সংবাদদাতা

অন্ধকার সেতু নিয়ে ভোগান্তি বাসিন্দাদের

■ **সমস্যা:** এই সেতুতে আলো বসানোর দাবি দীর্ঘদিনের। ছবি: *নির্মল বসু*

নিজস্ব সংবাদদাতা

বসিরহাট

সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ঢেকে যায় সেতু। শুরু হয় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। মাদক খাওয়া, জুয়া খেলা— কিছুই বাদ যায় না। পায়ে হেঁটে সেতু পার হওয়া বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এমন নানা অভিযোগ উঠেছে গৌড়েশ্বর নদীর উপরে হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ থানা সংযোগকারী কাটাখালি সেতুটিকে ঘিরে।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ পেরিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ হয়ে সুন্দরবন যেতে গেলে দুই থানার সীমানার মধ্যে পড়ে গৌড়েশ্বর নদী। বাম আমলে ওই নদীর উপরে তৈরি হয়েছিল কাঠাখালি সেতু। সেতুর উপর দিয়ে প্রতিদিন সুন্দরবনের বহু মানুষ যাতায়াত করেন। অথচ সেতুটির সংস্কার নিয়ে প্রশাসন উদাসীন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, সেতুর রেলিং অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। সেতুর উপরে ফুটপাতের স্ল্যাব চুরি গিয়েছে।

গৌড়েশ্বরের পাশ দিয়ে বয়ে

পাচারকারীদের আনাগোনা বাড়ে। সেতুর উপরে থাকা আলো ও বিদ্যুতের খুঁটিগুলি গোড়া থেকে কেটে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা সন্ধ্যা মণ্ডল, ফুলেহারা বিবির কথায়, "সেতুর এক পাশে বাজার। কেনাকাটা করে হেঁটে সেতু পার হলে দুষ্কৃতীদের কটূক্তি শুনতে হয়। প্রতিবাদ করার সাহস পাই না।" স্থানীয় বাসিন্দা রহমান মোল্লা, ফজের আলিরা জানান, মাঝে মধ্যে সেতু সংস্কারের কাজ হতে দেখা যায়। নীল-সাদা রঙের প্রলেপ পড়ে। রেলিং, ফুটপাত মেরামত হয়। কিন্তু অজানা কারণে সেতুর উপরে আলোর ব্যবস্থা করা হয় না।

এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সেতুর উপরে কিছু কিছু জায়গায় মেরামতির কাজ চলছে। তবে আলো লাগানো হবে কিনা, সে কথা কারও জানা নেই। স্থানীয় রহমান মিস্ত্রি, আহাব গাজি জানান, সেতুর উপরে আলোর ব্যবস্থা করা হোক। না হলে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে গ্রামের মানুষকে বিপদের মধ্যে পড়তে হবে।"

এ বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক দেবেশ

এখানে ওখানে

আর্থিক অনুদান

■ ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়া থেকে স্কুলের উন্নয়নে ব্যক্তিগত ভাবে আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এলেন সমাজসেবী যমুনা রায়। দীনবন্ধু মিত্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১০ এপ্রিল একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে এই অনুদান তুলে দিয়েছেন তিনি। গোপালনগর চৌবেরিয়া গ্রামে পাশাপাশি দু'টি স্কুল। একটি চৌবেরিয়া অন্নদাসুন্দরী মিত্র গার্লস স্কুল। অন্যটি চৌবেরিয়া দীনবন্ধু বিদ্যালয়। দুটি স্কুলকেই দু'লক্ষ টাকা করে মোট চার লক্ষ টাকা অনুদান দিলেন যমুনা রায়।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের বিনা খরচে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করল সন্দেশখালি মা সারদা ওমেন অ্যান্ড রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা যাতে কম্পিউটারেরকাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে জন্যই এই উদ্যোগ বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। ইতিমধ্যে চল্লিশ জন মহিলাকে নিয়ে একটি ব্যাচ ট্রেনিং শেষ করেছে। তাঁদের অনেকেই কাজ শুরু করেছেন। আরও চল্লিশ জনকে নিয়ে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

রক্তদান শিবির

তীব্র দাবদাহে রক্তের আকাল মেটাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল কাশীপুর ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার ক্লাব প্রাঙ্গনে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্থানীয়রা ছাড়াও কাশীপুর থানার সিভিক ভলান্টিয়াররাও এই শিবিরে রক্তদান করেন।